সুদীর্ঘ তেষট্টি বৎসর ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
স্বল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে পৌষ বুধবার, ১৩৭২ ইং 5th Jan. 1966 { ৩২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
[illegible] ও বিপুণতা আমাদের।
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
শিবদুর্গা বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া
গ্রাহকগণের রুচিসম্মত শীতের উপযোগী নানা-প্রকার কাপড় আমদানী করিয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

স্টুডেন্টস ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ
★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে পৌষ বুধবার সন ১৩৭২ সাল।

আমাদের শিক্ষা

—০—

আমাদের তো যা হবার হয়ে গেছে; বোধ হয় এ কাঠামোয় আর হবে না। পাকা বাঁশ, নোয়াতে গেলেই ট্যাঁস ট্যাঁস করে উঠে। কিন্তু কাঁচা অবস্থায় কঞ্চিদের যদি না নোয়া যায়, শেখানো যায় দেশকে ভালবাসতে—তবে 'বন্দেমাতরম' বা 'জনগণমন' সভায় ভড়ং করে গাওয়া হবে চিরটাদিনই, কাজে হবে না কখনো। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় নামেই আসলে বদালয়। বিদ্যালয় নামীয় গোয়ালে একটা ছেলে ইচ্ছে করলে সারাটা বছর লাষ্ট বেঞ্চে বসে ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে, বখে যেতে পারে। ছেলেদের আমরা স্কুলে পাঠাই না তো, দশটা চারটে পর্যন্ত বাড়ি থেকে বার করে দিই বখবার জন্যে। সেই গতানুগতিক গোলামি পড়ার ধারা। ছেলের ওজনের চাইতে ছেলের বইয়ের ওজন বেশি। ঝুঁকে পড়ে শেষে মেরুদণ্ড যায় বেঁকে। তার উপর আছে নোট বই, বছর বছর বই বদলানো অভিভাবকদের চোখে বাদল ঝরানোর ব্যবস্থা। ছেলে ফেল করলে, ছেলে যতটা না কাঁদে, বাপের কান্না আসে বোধ হয় বেশি! অথচ নতুন, মানে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির জন্যে মাথা ঘামানোর এমন কিছুই দরকার করে না। বিদেশের শিক্ষা পদ্ধতি তো অজানা নয়? আর তা এখানে প্রচলন করাও এমন কি শক্ত? এখনো তো এদেশে বিদেশী স্কুলগুলো চোখের সামনে রয়েছে। মাইনের জন্যে নয়, স্থানাভাবের জন্যেই আমাদের বেশীভাগ ছেলেই সেখানে পড়বার সুযোগ পায় না। ভর্তি করবার জন্যে বছরের শেষে এ'সব স্কুলের কম্পাউণ্ডে ভীড় জমে যায় ছাত্র ও অভিভাবকদের এবং তাদের বেশির ভাগকেই ফিরে আসতে হয় হতাশ হয়ে। আর যারা বেশি মাইনে দিতে অপারগ, তাদের জন্যে ঐ বিদেশী শিক্ষার ব্যবস্থাকে একটু অদল-বদল করে সকলের মত করা কি খুবই শক্ত? তাছাড়া উচিত, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার আরো প্রসার এবং প্রচার।

আমরা যেমন মুখ সর্ব্বস্ব, আমাদের বিদ্যেও দাঁড়িয়েছে মুখস্থ বিদ্যে। ডান হাত যাতে মুখে তুলতে পারি—শুধু তারই জন্যে লেখাপড়া, জ্ঞানলাভ করবার জন্যে নয় অর্থাৎ 'নোট' গুণে পকেট ভরবার জন্যে যখন বিদ্যে শিক্ষা তখন নোটস্ মুখস্থ ছাড়া উপায়ই বা কি? মরণকালে হরিনাম শুনতে চাও ডিসেম্বরে শুনতে পাবে। প্রায় স্কুলেই তখন বাৎসরিক পরীক্ষা শুরু। কাজেই প্রায় বাড়িতেই শুনতে পাবে রাত থাকতেই ঘণ্টি-ঘড়ির ঘুম ভাঙানো শব্দ এবং একটু পরেই ছেলেমেয়েদের পড়ার আওয়াজ।

ছেলে মেয়ে করে রব, রাত না পোহাতে।
বছরের ফাঁক বুঝি ভরে ইহাতে॥

সারাটা বছর ফাঁকি দিয়ে এই ফাঁকে একটু পড়ে আবার ফাঁকি দিয়ে পাশ করবার সৎ চেষ্টা। কিন্তু সারা বছর ছেলেমেয়েরা ফাঁকি দেয় কেন? কী ক'রে দেয়? কার দোষে দিতে পারে? ভাববার কথা। কেউ বলবেন ছেলেমেয়েদের দোষ। আবার কেউ বলবেন, অভিভাবকদের দোষ। আমি বলি স্কুলের দোষ, মানে, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির দোষ। জানি, তুমি বলবে, স্কুলের আবার কি দোষ? ছেলে যদি ভাল না হয়, স্কুলের মাষ্টারদের গুলে খাওয়ালেও কিছু হবে না। কিন্তু ভালো ছেলে বা মেধাবী ছেলে তুমি পাচ্ছো ক'জন? বেশির ভাগই ছেলেমেয়েরা সাধারণ বুদ্ধির। তারা ফাঁকির সুযোগ পেলে ফাঁকি দেয়, খাটিয়ে নিলে খাটে।

কিন্তু খাটিয়ে নেবে কে? বাপ তো অফিসের খাটুনি খেটেই অস্থির। দাদা-দিদিরা নিজেদের পড়া নিয়ে ব্যস্ত। মা (মানে, আধুনিক লেখাপড়া জানা মা) সেই পুরোণ হাতা বেড়ি খুনতি নিয়ে কাটান (কাটাতেই হবে, কারণ ক'জন ঠাকুর, রাঁধুনী রাখতে পারেন) কিংবা পশম বোনার একটা সোজা, দুটো উল্টোর হিসেব নিয়েই অস্থির —কাজেই ছেলেমেয়েদের পড়ার দিকে নজর দেবার সময় কৈ? কাজেই ছেলেমেয়েরাও সুযোগ পেয়ে বই মুখে নিয়ে পড়ার অভিনয় করে শুধু ভাবে সিনেমার কথা বা ঘুড়ি লাট্টুর কথা। অবশ্য অনেক বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখা হয়। তিনি আসেন (নিয়মিত এলে বুঝতে হবে গৃহস্থের ভাগ্য ভালো), পড়ো পড়ো করেন, আড়চোখে হাতঘড়ি দেখেন এবং কাঁটায় কাঁটায় সময় হলেই 'পড়ে রাখবে' বলে উঠে পড়েন অন্য আর একটা টিউসনি করতে। ছাত্র পড়া ক'রে রাখলেও ক্ষতি নেই; হয়তো একটু ধমকালেন, তবে বেশি কিছু বলেন না। কী দরকার? ছেলে কিছু করছে না, জানলে অভিভাবক হয়তো তাঁরই উপর রাগ করবেন। অতএব কী দরকার ঘাঁটিয়ে। চাকরী নিয়ে টানাটানি হবার আশঙ্কা। কাজেই যদি কখনো তিনি ছাত্রের বাপের বা অভিভাবকের সামনে পড়েন অর্থাৎ তারা সময় করে বা হঠাৎ যোগাযোগ হওয়ায় জিজ্ঞেস করেন, কেমন পড়ছে আপনার ছাত্ররা? মাষ্টারমশায় এক গাল হেসে উত্তর দেন বেশ ভালই। তারপর স্কুলে! পড়া করা নেই, কাজেই সামনের বেঞ্চেও বসবার মতো সাহসের অভাব। বসে পেছনের বেঞ্চে। সেখানে সঙ্গীর অভাব নেই। তার সঙ্গে চলে কাটাকুটি খেলা। ছবি আঁকাআঁকি, হাসির গল্প আর সেই সঙ্গে চাপা হাসি এবং আরো কত কি। ওদিকে শিক্ষক আসেন ক্লাসে, চেয়ারে বসেন, আগের দিন যে পর্যন্ত পড়া হয়েছিল, সেটা প্রথম সারিতে বসা কোনো ভালো ছেলের কাছে শুনে নিয়ে (মানে, তিনি নিজেই ভুলে গেছেন কতটা পড়া হয়েছিল)—তারপর থেকে পড়াতে শুরু করেন। খানিক পরেই ঘণ্টা, পড়ানোও শেষ। তারপর দেখা গেল, তিনি স্কুল কামাই করছেন ক'দিন ধরে। কাজেই পড়াও সেই পর্য্যন্ত হয়েই বন্ধ। স্কুলের খাতায় সত্তর টাকার রসিদ দিয়ে চল্লিশ টাকা পাওয়া শিক্ষকের কাছ থেকে অবশ্য এর বেশী আশা করাও অন্যায়।

এইভাবে চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—গতানুগতিক। গড্ডালিকা প্রবাহ চলে। শেষে

বছরের শেষ বাৎসরিক পরীক্ষার সময় দেখা যায় একটু চাঞ্চল্য। ছেলেরা পুরোণ পড়া নতুন ক'রে পড়ে। স্কুলের মালিকরা রসিদ বইয়ের পাতা ওল্‌টান ; কার মাইনে বাকি ?

কথায় আছে হরি ঘোষের গোয়াল। বাস্তবে দেখতে পাবে তা আমাদের স্কুলগুলোয়। গোয়ালের গরুগুলোর তবু বোধ হয় তদারক করা হতো—এখানে গরুতে গৃহস্থে পরিচয় নেই। স্কুলের শিক্ষক অনেক ছাত্রকে চেনেনই না।

প্রাপ্ত

মাননীয়

জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক মহোদয় সমীপে—

নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার পত্রিকা মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

৪-১-৬৬ শ্রীহৃদয়রঞ্জন দত্ত, রঘুনাথগঞ্জ

"রঘুনাথগঞ্জ পোষ্ট মাষ্টারের খামখেয়ালী"

দক্ষিণগ্রাম সাবিত্রীর পোষ্ট মাষ্টার মহোদয় গত ২৯-১২-৬৫ তারিখে জনৈকা ভদ্র মহিলার কিছু টাকার প্রয়োজনে তাঁর সহিযুক্ত withdrawal form যথারীতি পোষ্টাল ব্যাগে রঘুনাথগঞ্জ অফিসে পাঠান। উক্ত টাকা ৩০-১২-৬৫, ৩১-১২-৬৫ কিংবা ১-১-৬৬ তারিখে পাঠাবার কথা কিন্তু এই তিন দিবস অপেক্ষা করার পর স্থানীয় জনৈক বিভাগীয় কর্ম্মচারী মহোদয় কর্ত্তৃক পোষ্ট মাষ্টার মহোদয়ের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করাতে উক্ত টাকা শুনিলাম ৩-১-৬৬ তারিখে গিয়াছে। উঃ। পোষ্ট মাষ্টার মহোদয়ের খামখেয়ালী ছাড়া অন্য কোন কারণ আছে কিনা পত্রিকা মাধ্যমে জান্‌তে পারলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। এরূপ দায়িত্বহীনতার জন্য উক্ত ভদ্র মহিলার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। ইহার আশু প্রতিকার জন্য বিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিক্ষিকা আবশ্যক

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন মহিলা শিক্ষিকা আবশ্যক—যোগ্যতা—বি-এস-সি (অনার্স) অথবা এম-এস সি, ঐচ্ছিক গণিতের ক্লাস লইবার জন্য।

বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৬ সাল, মধ্যে আবেদন করুন।

S. Choudhuri, Headmistress,
Raghunathganj Girls'
3. 1. 66 Higher Secondary School

।। ঘরে সোনা রেখে লাভ কি ? ।।

জাতীয় প্রতিরক্ষা স্বর্ণবণ্ড ১৯৮০

= কিনুন =

স্বর্ণবণ্ড কিন্‌লে
আপনার সোনা আপনি
আবার ফিরে পাবেন

★ প্রতি ১০ গ্রাম বিশুদ্ধ সোনার জন্য বছরে ২৲ পাবেন।

★ সোনার গহনা দিয়ে স্বর্ণবণ্ড কিনলে ব্যাংক হতে প্রতি দশ গ্রাম বিশুদ্ধ সোনার জন্য তিন টাকা হারে মজুরীর ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওয়া যাবে এবং এই টাকা স্বর্ণবণ্ডের সংগে দেওয়া হবে।

★ এই টাকার ওপর কোন আয়কর নেওয়া হবে না।

★ স্বর্ণবণ্ড সম্পদকর মুক্ত।

★ স্বর্ণবণ্ড জামিন দিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া যায়।

— কেনার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৬৬ —
স্বর্ণবণ্ড কিনে জাতীয় প্রতিরক্ষায় আপনার কর্ত্তব্য
পালন করুন

রিজার্ভ ব্যাংকের সব অফিস এবং
ষ্টেট ব্যাংকের সকল শাখা ও অধীনস্থ
সংস্থাসমূহের দরখাস্ত নেওয়া হবে।

ডবলিউ. বি. (আই অ্যাণ্ড পি. আর) জি. বি. ৮৭৭৬ (৬০)/৬৫

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে
ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)